Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 478 – 485
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ভারতীয় সমাজে নারী নির্যাতন : গার্হস্থ্য হিংসার আইন ২০০৫ নিয়ে একটি আলোচনা

তনুশ্রী মন্ডল
গবেষক, আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
ইমেইল : tanumndl@gmail.com

Keyword
নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ, নির্যাতনের ধরণ, গার্হস্থ্য হিংসা, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫, প্রতিবিধানকারী অফিসার, আইনের রায়দান।

Abstract
সমাজ কর্তৃক নানারকম অপরাধ প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার বা গার্হস্থ্য হিংসার মতো ঘটনা এক নতুন অভিনব বিষয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের অপরাধের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বিভিন্ন গণমাধ্যম, উৎসের দ্বারা আমরা এই অপরাধ সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকি। এই গার্হস্থ্য হিংসা অপরাধটি পরিবার থেকেই সংঘঠিত হয়। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে কম-বেশি পরিমাণে এই ধরণের অপরাধ ঘটে থাকে। বর্তমান প্রতিবেদনে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ, গার্হস্থ্য হিংসা সহ নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারত সরকার কর্তৃক নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনের জন্য বিভিন্ন রকম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সমস্ত আইনের মধ্যে "গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫" (Protection of women from Domestic Violence Act, 2005) হল অন্যতম। এই প্রতিবেদনে এই আইন সম্বন্ধে, তার প্রণয়ন, রায়দান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Discussion
সমাজ হল নারী ও পুরুষের সমাহার। প্রাচীন কালে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও বৃহত্তর কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেত। কিন্তু পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নারীরা তাদের পুরনো অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

সমাজে প্রতিনিয়তই নানারকম অপরাধ সংঘঠিত হয়ে থাকে। যেমন- হত্যা, চুরি, অপহরণ ইত্যাদি। তার মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ হল একটি অন্যতম। এই গার্হস্থ্য হিংসা নামক অপরাধটি পারিবারিক হিংসা নামেও

অভিহিত। এই অপরাধটি পরিবার কর্তৃক বর্তায়। এককথায় এই অপরাধটি পরিবারের পুরুষ সদস্যর দ্বারা নারী সদস্যর উপর সংঘঠিত হয়। সাধারণত নারীরাই এই ধরণের অপরাধের শিকার হয়ে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এই অপরাধ হয়ে থাকে। এটি একটি ভয়ানক ও সামাজিক অপরাধ। গার্হস্থ্য হিংসা অপরাধটি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে এর ব্যাখা, সংজ্ঞা, প্রভাব সম্পর্কে জানা জরুরি হয়ে পড়ে। নিম্নে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ভারতীয় সংবিধানে নারীদের উপর সংঘঠিত নৃশংসতাকে (Cruelty of Women) বোঝানোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই আইন মতে, পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য কর্তৃক নারী সদস্যর উপর শারীরিক ভাবে তাকে হেনস্থা, নিগ্রহ, ক্ষতি করা, তার বাপের বাড়ি থেকে পণ নিয়ে আসার জন্য তাকে শারীরিক ভাবে ক্ষতি করা, আঘাত করা, এই সবকিছুই এর মধ্যে পড়ে।[১]

নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ধরণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাম আহুজা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Social Problems in India" বইটিতে নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ধরণকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১) ফৌজদারি নির্যাতন (Criminal Violence) - ধর্ষণ, হত্যা অপহরণ ইত্যাদি। ২) গার্হস্থ্য বা পারিবারিক নির্যাতন (Domestic or Family Violence)- পণকে কেন্দ্র করে অত্যাচার, স্বামী মারা যাবার পর বাড়ির বিধবা নারীর উপর অত্যাচার, বাড়ির স্ত্রীর উপর নির্যাতন ইত্যাদি। ৩) সামাজিক নির্যাতন (Social Violence)- সতীদাহ প্রথা করতে বাধ্য করা, ভ্রূণ হত্যা করতে বাধ্য করা, বিবাহের পর বাড়ির বধূ যাতে বাপের বাড়ি থেকে আরও পণ নিয়ে আসে তার জন্য বাধ্য করা ইত্যাদি।[২]

ভারতীয় আইনে নারীদের উপর যে ধরণের অপরাধ সংঘঠিত হয়ে থাকে, সেটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. কিছু কিছু অপরাধ ভারতীয় ফৌজদারী আইনবিধি IPC (Indian Penal Code) এর অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এবং ২. কিছু কিছু অপরাধকে ভারতীয় বিশেষ ফৌজদারী (Special Law) আইনে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারী বিধির (IPC) অর্ন্তভুক্ত যে সমস্ত অপরাধের বিচারের কথা বলা হয়েছে তা হল— ক) ধর্ষণ, পণের কারণে বধূকে হত্যা করা, গ) অপহরণ করা, ঘ) নারীকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে নির্যাতন করা, ঙ) শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা, চ) যৌন নিপীড়ন, বাজে ভাবে অঙ্গি-ভঙ্গি করা, ছ) বধূকে হত্যা এবং নারীপাচার করা।

আর বিশেষ ফৌজদারী (Special Law) আইনের অধীনে যে সমস্ত অপরাধের বিচার হয় তা হল— ক) নারীকে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করা ও নারী পাচার করা, খ) পণের দাবি করা, গ) সতীদাহ প্রথা করা।[৩]

অতীতে নারীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা তেমন ভাবে প্রকাশ্যে না আসলেও বর্তমানে নারীদের উপর অত্যাচারের ঘটনা কিংবা পণকে কেন্দ্র করে অত্যাচারের ঘটনা, নানা কারণে পারিবারিক হিংসার মত ঘটনা প্রায়শই শোনা যায়। নিম্নে নারীদের নির্যাতনের ধরণকে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে চিত্রাঙ্গন করে তুলে ধরা হল -

পর্যায়	**নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ধরণ**
প্রাক জন্ম	গর্ভাকালীন সময়ে ভ্রূণের লিঙ্গ সম্পর্কে জানা।
শৈশব	মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবে হত্যা করা, নারীভ্রূণ হত্যা করা।
বালিকাবস্থা	অপরিণত বয়সে বিবাহ দেওয়া, নগ্নচিত্র বা পর্ণগ্রাফী করা।
কৈশোর এবং সাবালকত্ব	অ্যাসিড ছোড়া, ডেটিং করা, অজাচার, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, ধর্ষণ করা, বৈবাহিক ধর্ষণ করা। শারীরিকভাবে ক্ষতি করা, পণ দিতে না পারায় হত্যা করা।
বয়স্কা	শারীরিকভাবে ক্ষতিসাধন করা, অর্থনৈতিক কারণে অত্যাচার করা বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা[৪]।

উপরিউক্ত তালিকাটিতে নারী নির্যাতনের পর্যায় দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, একজন নারী পরিবারের মধ্যে হোক বা পরিবারের বাইরে কোন না কোন ভাবে, নির্যাতনের, বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। একটি কন্যা শিশু জন্মাবস্থা থেকে শুরু করে পরিণত বয়সে, হোক বা বার্ধক্য বয়সে হোক নানাভাবে অবহেলিত হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের কোথাও কম পরিমাণে, কোথাও বেশি পরিমাণে শিশু লিঙ্গ অনুপাত (Child Sex Ratio) এই বিষয়টির ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। এটি খুবই বড় ব্যবধান। হরিয়ানা, পাঞ্জাব এ এটি দেখা যায়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National Sample Survey) মতে, দেশের পাঁচ শতাংশ গ্রাম্য পরিবারের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৬ হল নারীর সংখ্যা, এরকম ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে সেটি হল ৮০৪। গ্রামের পাশাপাশি নগরগুলিতে এরকম দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা হল ৯০৩ এবং ধনীদের ক্ষেত্রে তা ৮১৯। অর্থাৎ পরিসংখ্যানের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, দুটি দিকেই শিশুকন্যার সংখ্যা কম। ২০০১ সালের হিসাব মতে, দিল্লীতে এটি ৮৬৫ এবং দরিদ্র অংশে ৮৪৫।[৫]

গার্হস্থ্য হিংসার মত ঘটনা নানা কারণে ঘটে থাকে। তবে পণকে কেন্দ্র করে অত্যাচারের ঘটনা অনেক মাত্রায় হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিবাহের বেশ কয়েক বছর পর নতুন করে পণ দাবি করে অত্যাচার। এই পণপ্রথা হল- সমাজের এক কু-প্রথা। এটি হল বিবাহের সময় ছেলেদের (বরপক্ষের) দাবিমত মেয়ের (কন্যাপক্ষ) বাপের বাড়ি কর্তৃক ছেলের বাড়িতে দামি দামি জিনিসপত্র, টাকাপয়সা, গহনাপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি প্রদান করা। ভারত সরকার কর্তৃক এই পণপ্রথাকে বন্ধ করার জন্য 'পণপ্রথা নিবারণী আইন ১৯৬১' প্রণয়ন করলেও, অচিরেই এখনো পণ দেওয়া-নেওয়া চলেই যাচ্ছে।

বর্তমানে নারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতন বা অপরাধের পাশাপাশি সমাজে আরও এক নতুন এবং ঘৃণ্যতম অপরাধ আত্মপ্রকাশ হয়েছে, সেটি হল- শিশু যৌন নিগ্রহ। এই নিগ্রহ বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা হল ২০১২ সালে, সেটি হল- 'পকসো' (The Protection of Children from Sexual Offence Act 2012)। এই অপরাধটি কোনো নির্জন এলাকা, পার্ক, এই সমস্ত জায়গাতে ঘটে থাকে। শিশুদের উপর শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা হয়। ছেলে অথবা মেয়ে উভয়েই এই অপরাধের শিকার হয়ে থাকে। তবে কন্যাসন্তানরা এই অপরাধের শিকার বেশি হয়ে থাকে। আঠারো বছরের নিচে যারা নাবালক ও নাবালিকা শিশু রয়েছেন তারাই এই আইনের অধীন বিচারের আত্তাতাভুক্ত।

অতএব দেখা যায় একটি শিশু নানাভাবে হেনস্থার শিকার হয়ে থাকে। নারীদের এই নানাভাবে হেনস্থার শিকার শুধুমাত্র শৈশব অবস্থা কিংবা পরিণত অবস্থাতেই নয়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তারা অত্যাচারিত হয়ে থাকেন।

শুধুমাত্র বাল্য কিংবা কৈশোর অবস্থাতেই নারীদের উপর সংঘঠিত অত্যাচার সীমাবদ্ধ তা নয়, বৃদ্ধাবস্থাতে এর পরিণতি আরোও বেশি মাত্রায় দেখা যায়। একজন বিধবা নারীর উপর পরিবার কর্তৃক যে সমস্ত অত্যাচার করা হয় তার মধ্যে হল- মানসিক দিক থেকে আঘাত করা, কটুকথা বলা, ঠিকমত খেতে পড়তে না দেওয়া, পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখা ইত্যাদি।[৬]

বাড়ির বয়স্ক বিধবা নারীর উপর অত্যাচারের ঘটনা আমরা আজকাল বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা জেনে থাকি। স্বামী মারা যাবার পর বাড়ির বিধবা নারীর উপর পরিবারের সদস্য কর্তৃক অত্যাচার নানাভাবে হয়ে থাকে। এমনও দেখা যাচ্ছে সম্পত্তির জন্য বাড়ির বয়স্কাকে বাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত নারীদের বিরুদ্ধে নানারকম অপরাধ ও নির্যাতন নিয়ে নানাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার দ্বারা নারীদের শৈশব অবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নানারকমের নানাধরনের হেনস্থার বিষয়টি প্রকাশ পায়। এবং এটি সমগ্র ভারতবর্ষেই কম-বেশি পরিমাণে ঘটে থাকে। নারীরা শুধুমাত্র পরিবার কর্তৃক অত্যাচারিত হন না পরিবারের বাইরেও তারা নির্যাতিত, অত্যাচারিত হয়ে থাকেন।

সমগ্র ভারতবর্ষে নারীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধ সম্পন্ন হয়, নিম্নে ২০০৫ সাল থেকে ২০১৫ সাল অবধি একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলঃ- এই পরিসংখ্যানটি সমগ্র ভারতবর্ষে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধ (ধর্ষণ,

অপহরণ, ৪৯৮(এ), যৌননিগ্রহ, পণপ্রথা নিবারণী আইনের উপর নির্ভর করে)। ২০০৫ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধের পরিমাণ- ১,৫৫,৫৫৩। ২০০৬ সালে তা বেরে দাঁড়ায়- ১,৬৪,৭৬৫। ২০০৭ সালে- ১,৮৫,৩১২। ২০০৮ সালে- ১,৯৩,৮৫৬। ২০০৯ সালে- ২,০৩৮০৪। ২০১০ সালে – ২,১৩,৫৮৫। ২০১১ সালে- ২,২৮,৬৫০। ২০১২ সালে- ২,৪৪,২৭০। ২০১৩ সালে- ৩,০৯৫৪৬। ২০১৪ সালে- ৩,৩৭,৯২২ এবং ২০১৫ সালে- ৩,২৭,৩৯৪ টির মতো ঘটনা।[৭]

উপরিউক্ত বর্ণিত নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধের পরিসংখ্যানের দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের পরিসংখ্যান ক্রমবর্ধমান। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধের পরিমাণ ও আরো উর্দ্ধমুখী।

ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে নারীদের উপর নানারকমভাবে অত্যাচার করা হয়ে থাকে। পণকে কেন্দ্র করে অত্যাচার করা, বাজে কথা বলা ইত্যাদি। তবে একটি পরিবারের তরফ থেকে একজন স্ত্রীর উপর যে ধরণের নির্মম অত্যাচার করা হয় তার মধ্যে দৈহিক অত্যাচার (Wife-battering) এর মাত্রা প্রবল।[৮] নারীদের শিক্ষা, উন্নতি, নানারকম সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্কারক সহ বহু বিশিষ্টগণদের অবদান অবিস্মরনীয়। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়, স্বামীজি বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। সমাজে সতীদাহ প্রথা বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান অবিস্মরনীয়। সামাজিক নানারকম অবিচার-অন্যায়ের হাত থেকে নারী জাতির মুক্তির জন্য রাজা রামমোহন রায় নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। শুধু তাই নয়, পৈত্রিক সম্পত্তির বিষয়ে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি বলেছেন–

> "To bind down a women for her destruction holding out to her the inducement of heavenly rewards, is a most sinfulact."[৯]

অতীতকালে নারীদের অধিকার, সুযোগ সুবিধা, নারীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অত্যাচার, অপরাধ করা হয়ে থাকে তা প্রতিরোধ করার জন্য তেমন কোন আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা না থাকলেও পরবর্তীকালে ভারতীয় সংবিধানে নানারকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ১৪-১৯ নং ধারা পর্যন্ত মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) প্রদান করা হয়েছে, যা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এছাড়াও সংবিধান কর্তৃক শিক্ষার অধিকার (২১ নং), ২৩, ৩৯ ডি, ৪২, ৫১ এ (ই), ৩৯১ বি, এই ধারাগুলিতেও নারীদের নানারকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অন্যায় করা হয়ে থাকে, তার প্রতিকার হিসেবে ভারতীয় দন্ডবিধির (Indian Penal Code) অনুযায়ী ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩০৪, ৩১২-৩১৪, ৩৫৪, ৩৭৬, ৪৯৮ (এ), ৫০৯ ধারার অবকাশ রাখা হয়েছে। এছাড়াও প্রণপ্রথা নিবারণী আইন ১৯৬১, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫ সহ নানা রকমের ব্যবস্থার অবকাশ রাখা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক বিভিন্ন রকম আইন প্রণয়নের অবকাশ এবং নানারকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও নারীদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, অপরাধের ঘটনা কিন্তু আত্মপ্রকাশিত। নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রতিকারকল্পে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫ নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হল-

২০০৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইনটি প্রণয়ন করে। তবে ২০০৫ সালে এই আইনটি প্রণয়ন করা হলেও ২০০৬ সালের ২৬শে অক্টোম্বর এই দেশে কার্যকর করা হয়।[১০] এই আইনটি DV Act নামেও পরিচিত।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইনের ২ (এ) নং ধারা মতে, ভুক্তভোগী ব্যক্তি ('Aggrieved Person') বোঝানো হয়েছে- সেই নারীকে যিনি বিবাদীপক্ষ (Respondent) এর সাথে পারিবারিক বা গার্হস্থ্য সম্পর্কে আবদ্ধ এবং তিনি কোন না কোন ভাবে এই পক্ষের দ্বারা এই গার্হস্থ্য হিংসার বা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন।

বি— এর ধারা অনুযায়ী 'Child' বোঝানো হয়েছে, যাদের বয়স আঠারো বছরের নিচে সেই সব সন্তানকে, যারা দত্তক, পালিত অথবা সৎ সন্তান হিসেবে নিযুক্ত।

এফ— এর ধারা মতে, গার্হস্থ্য বা পারিবারিক সম্পর্ক বা Domestic relationship বোঝানো হয়েছে, সেই দুজন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ককে যারা এক সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করছেন। এবং তারা বৈবাহিক অথবা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

এইচ— এর ধারা মতে, 'পণ' বোঝানো হয়েছে, সেই সব কিছু বিষয়গুলিকে যা, ১৯৬১ সালের পণপ্রথা নিবারণী আইনের আওতাভুক্ত।[১১]

পরিবারের মধ্যে নারীদের উপর যে রকমভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচার করা হয়, তার প্রতিকার দেওয়াই হল এই আইনের উদ্দেশ্য। এছাড়াও এই আইনে পারিবারিক বা গার্হস্থ্য হিংসার সংজ্ঞা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। যেখানে শারীরিক, মানসিক বাদেও মৌখিক, অর্থনৈতিক, যৌনগত দিক থেকে অত্যাচারের বিষয়েরও প্রতিবিধানের কথা বলা হয়েছে। এটি একটি ফৌজদারী আইন, এবং এই আইনে উল্লিখিত নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিষয়ে প্রতিবিধান হিসেবে নির্দেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইনে তৃতীয় অংশে (Section 3) গার্হস্থ্য হিংসার মধ্যে অর্ন্তভুক্ত যে সমস্ত কাজগুলি তা হল -

- নারীর শরীরের ক্ষতি করা, আঘাত করা, তাকে নিগ্রহ করা, মানসিক দিক থেকে আঘাত করা।
- পরিবারের নারীর কাছ থেকে পণ চাওয়া, তাকে ক্ষতি করা, আহত করা।
- উপরিউক্ত যে সমস্ত অপরাধের কথা বলা হয়েছে তা করার জন্য হুমকি দেওয়া সবকিছুই এই আইনের অধীন হিসেবে বিবেচিত।[১২]

এই আইন মতে শারীরিক হিংসা বা নিগ্রহ হল- আঘাত করা, চড় মারা, ধাক্কা দেওয়া ইত্যাদি। যৌন হিংসা বা নিগ্রহ হল- পর্ণগ্রাফী দেখতে বাধ্য করা, শিশুকে নিগ্রহ করা। আবেগগত হিংসা বা নিগ্রহ হল- অপমান করা, বাপের বাড়ি কর্তৃক পণ না নিয়ে আসলে। এই গুলি বাদেও আরও অন্যান্য যে সমস্ত আবেগগত বিষয় এবং অর্থনৈতিক হিংসা বা নিগ্রহের মধ্যে পড়ে তা হল- নিজ যে অর্থ উপার্জন করে তা জোর করে কেড়ে নেওয়া, কিংবা তাকে ব্যবহার করতে না দেওয়া, নিজের এবং নিজের সন্তানের ভরণপোষণের টাকা না দেওয়া ইত্যাদি।[১৩]

এই আইন অনুযায়ী কোন নিগৃহীত নারী কোন আইনজীবী মারফৎ তার নিজ এলাকায় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করতে পারে। আবেদন করার পর আদালত কর্তৃক উভয় পক্ষের কাছেই নোটিশ দেওয়া হয়ে থাকে। এবং দ্রুততার সহিত এই মামলার শুনানি এবং বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও এই আইন মতে বিচার বিভাগীয় কর্তৃক আদেশ বা নির্দেশ যদি বিবাদীপক্ষ অর্থাৎ নিগৃহীত নারী যার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা করেছেন, তিনি যদি না মানেন তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, জেল, শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই গার্হস্থ্য হিংসা আইনে আদালত কর্তৃক নিগৃহীত নারীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার নিধান রয়েছে। যেমন- নিগৃহীত নারীকে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে আলাদাভাবে বাড়ি ভাড়া করে বা আলাদা বাসস্থানে থাকার নির্দেশ দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে সেই বিবাদীপক্ষকেই যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। এছাড়াও নিগৃহীত নারীর উপর বিবাদীপক্ষ কর্তৃক যাতে নিগ্রহমূলক আচরণ সম্পন্ন না হয়, সেই বিষয়ক নির্দেশও দিতে পারে। এর বাদেও আদালত বিবাদীপক্ষকে নিগৃহীত নারীর জন্য আর্থিক অনুদানের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। যার দ্বারা বিবাদীপক্ষ কর্তৃক নিগৃহীত নারীকে এককালীন অথবা মাসিক আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। তাছাড়াও এই আইনে প্রতিবিধানকারী অফিসার (Protection Officer) এর কথা বলা হয়েছে। নিম্নে এই প্রতিবিধানকারী অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

এই আইনে প্রতিবিধানকারী অফিসার (Protection Officer) ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ মত কাজ করে থাকে। সুতরাং এই প্রতিবিধানকারী অফিসারের গুরুত্ব যথেষ্ট মাত্রায় পর্যবসিত হয়।

- আদালত কর্তৃক নির্দেশ অনুযায়ী আর্থিক অনুদান (Monetary Relief) নিগৃহীত নারী অথবা ভুক্তভোগী নারী ঠিকমত পাচ্ছে কিনা তা ঠিকমত গুরুত্ব সহ কারে দেখা এই প্রতিবিধানকারী অফিসারের কাজের মধ্যে পড়ে। এই বিষয়টি এই আইনের ২০ নং ধারাতে উল্লেখ করা হয়েছে।
- আইনী সুবিধা, মেডিক্যাল সুযোগ সুবিধা এছাড়াও আর অন্যান্য কোন সুযোগ সুবিধা আদালত কর্তৃক ভুক্তভোগী নারীর জন্য রাখা হলে তা ঠিকমত পাচ্ছে কিনা তা তদারকি করা।
- নিগৃহীত নারী যাতে নিঃখরচায় (Legal Services Authorities Act 1987 অনুযায়ী) আদালতে মামলা মোকদ্দমা চালাতে পারে তা গুরুত্ব দেওয়া।
- প্রতিবিধানকারী অফিসার গার্হস্থ্য হিংসা ঘটনার রিপোর্ট আদালতের কাছে পেশ করবে এবং এছাড়াও এই গার্হস্থ্য হিংসা ঘটনার অভিযোগ নামা পত্রটির এক কপি সেই পুলিশ থানার কাছে জমা দেবে। যেই এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।
- নিগৃহীত নারী যদি নিরাপদ স্থানে থাকার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করে থাকে এবং আদালত কর্তৃক সেই নির্দেশ পাবার পর, তা ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখা।
- নির্দেশ অনুযায়ী আরও অন্যান্য কর্তব্য প্রতিবিধানকারী অফিসার পালন করে থাকেন।[১৪]

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন ২০০৫ এ কিছু কিছু মামলার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক রায়দান সম্পন্ন হয়েছে। নিম্নে সেই রায়দান সম্পর্কে আলোকপাত করা হল –

- এস.আর. বাতরা এবং অন্যান্য এবং শ্রীমতী তারুমা বাতরা (২০০৭) ৩ এস সি ই ১৬৯ (২০০৭) (3 Sec 169) মামলায়, ২০০৭ সালে দেশের শীর্ষ আদালত একটি রায়দান করেন, এই মামলার ক্ষেত্রে একজন নিগৃহীত নারী তার স্বামীর সাথে একই বাড়িতে বসবাস করার অধিকার দাবি করতে পারেন অথবা অন্য কোন ভাড়া বাড়িতে রাখার জন্য তার স্বামী তাকে ব্যবস্থা করে দিতে পারে।[১৫]
- শ্রবনকুমার এবং তেমমোঝি মনু/টিএন/৯৮২৮/২০০৭ (MANU/TN/9828/2007) মামলায় অভিযোগকারী গার্হস্থ্য হিংসা আইনের অধীন প্রতিবিধানকারী অফিসারের কাছে এই গার্হস্থ্য হিংসা বিষয়ক একটি অভিযোগ করেন। নিগৃহীত নারী পণ সংক্রান্ত বিষয়ক অভিযোগনামা তার শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে করেন। এবং তিনি এতে আরোও উল্লেখ করেন যে, তার সন্তানসহ তাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ক অভিযোগনামা পাবার পর প্রতিবিধানকারী অফিসার সেই অভিযোগ পত্রটি আদালতের কাছে পেশ করে। এবং এই বিষয়ক একটি সমন (Summon) আদালত কর্তৃক বিবাদীপক্ষর বাড়িতে পাঠানো হয়। সেই সমন পাবার পর বিবাদীপক্ষ আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং তার বিরুদ্ধে যে পিটিশন আনা হয়েছে তা তার ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে সেটি ব্যক্ত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃপক্ষ অনেক বিবেচনা করার পর এই বিবাদীপক্ষের আবেদন বাতিল করেন। এবং পরবর্তীকালে বিবাদীপক্ষ আবার একটি পূর্ণ বিবেচনামূলক (Revision) আবেদন করেন।[১৬]

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই আইনে নারীদের সুবিধার্থে নানারকম নির্দেশ দানের পাশাপাশি, প্রতিবিধানকারী অফিসারের ও যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রতিবিধানকারী অফিসার নানারকম দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যেমন- নিগৃহীত নারী সুরক্ষিত ভাবে বসবাস করতে পারছেন কিনা, আর্থিক অনুদান সহ নানারকম সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন কিনা ইত্যাদি তদারকি করা। নিগৃহীত নারীর অভিযোগনামা থাকলেই এই বিষয়ক প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। বিচারক বিবাদীপক্ষকে এককালীন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ

দিতে পারেন। ভুক্তভোগী নারীর জন্য অনুমোদিত অর্থ আদালত মারফৎ কিংবা বিবাদীমান ব্যক্তির বেতন থেকেও সরাসরি ভাবে ভুক্তভোগী নারীকে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও কোন সন্তান থাকলে আদালত ভুক্তভোগী নারীর কাছে সন্তানকে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারেন। এই আইনটিতে বিচার তাড়াতাড়ি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং অন্যান্য ফৌজদারী আইনের মত এই আইনের বিচার প্রক্রিয়া বছরের পর বছর অতিবাহিত হয় না।

এতক্ষণ পর্যন্ত উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভারত সরকার কর্তৃক নারী নির্যাতন, নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহ পারিবারিক হিংসা বা গার্হস্থ্য হিংসার মত অপরাধকে দমন করার জন্য, নানারকম আইনী ব্যবস্থা, সুযোগ-সুবিধার অবকাশ রাখা সত্ত্বেও নারীরা এখনো পর্যন্ত নানারকম অপরাধের শিকার হয়ে আসছে।

তথ্যসূত্র :

১. Sadiq Ahmed, Jilani Syed, women in India: Legal and Human Rights Delhi, Centre for Professional Development in higher education & women studies and development centre, university of Delhi, 2004, P. 71
২. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের সামাজিক সমস্যা, কলকাতা, সুহৃদ, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৪১৪
৩. Ahuja, Ram, Violence against women, Jaipur, Rawat Reprinted, 2009, P. 14-15
৪. Gupta, Manjari and Chattopadhay, Ratnabali, Law and Violence against women, (Editor) Bagchi, Jasodhara, The Changing status of women in West Bengal 1970-2000, The Challenge Ahead, New Delhi, Sage, 2005, P. 115
৫. Patel, Tulsi, Risky Lives Indian Girls caught Between Individual and Public Good, (Editor). Sekhler, T.V and Hatti, Nelambar, Un-wanted Daughter Gender Discrimination in Modern India, Jaipur, Rawat, 2010, P. 16
৬. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতের সামাজিক সমস্যা, কলকাতা, সুহৃদ, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ৪১২
৭. www.ncrb.gov.in
৮. Saxena, Rekha, Women and Crime in India- A study in socio- Cultural Dynamics, New Delhi, Inter- India, 1994, P. 46
৯. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন, কলকাতা, সুহৃদ, পুণর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৩, পৃ. ২০৫-২০৬
১০. RAY, M, The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, with The Protection of Women from Domestic Violence Rules 2006, Kolkata, TAX' N LAW, 2015, P. 2
১১. Ibid, P. 2-3
১২. Walia khanna, Charu, Law on Violence Against Women, New Delhi, Serials, 2009, P. 74-75
১৩. RAY, M, The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, with The Protection of Women from Domestic Violence Rules 2006, Kolkata, TAX' N LAW, 2015, P. 40-42

১৪. Ibid, P. 10
১৫. Walia khanna, Charu, Law on Violence Against Women, New Delhi, Serials, 2009, P. 75-76
১৬. Ibid, P. 78-79